১.

(ক) সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রি.) বাংলার মালদহ, দিনাজপুরে, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ দেখা দিয় । দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সশস্ত্র সন্ন্যাসীরা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। বিদ্রোহের সূচনা ঢাকায় হলেও পরে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী। এ ছাড়াও অনেকে ছিল মশলা, তামা ও রেশম বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। কোম্পানি কর্মচারীরা জোর করে তাদের কাছ থেকে কাঁচা রেশম ও রেশমজাত পণ্য আদায় করত। তাদের ওপর চাপানো তীর্থকরেরও সন্ন্যাসীরা প্রতিবাদ করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে অন্যতম ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে শ্মশানভূমিতে পরিণত বাংলা ও বিহারের কৃষকেরা পরবর্তীকালে বহু সংখ্যায় এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। তারা ছিল কোম্পানির ইজারাদারদের শোষণ ও অত্যাচারের শিকার।

সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষিজীবী মাদারি ফকিররাও কোম্পানির অপশাসনের শিকার। মোগল শাসনকালে তাদের সশস্ত্রবাহিনী থাকত। কোম্পানি প্রশাসকরা তাদের পবিত্র পীরস্থানে গমনে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছোটো জমিদার, বরখাস্ত সেনা ও দরিদ্র গ্রামীণ জনতা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফকিরদের নেতৃত্ব দেন মজনু শাহ, চিরাগ আলি, মুসা শাহ প্রমুখ। উইলিয়াম পিঞ্চের গবেষণার ভিত্তিতে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংঘাতের জন্য কোম্পানির অসহিষ্ণুতাকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ কোম্পানি এই ভ্রাম্যমাণ সশস্ত্র সাধুর দলকে সহ্য করতে পারত না। কারণ কোম্পানির ধারণায় ছিল একটি স্থায়ী কৃষক সমাজ যারা কোনোরকম প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করে রাজস্ব দিয়ে যাবে। কিন্তু এই সশস্ত্র বিদ্রোহীরা কোম্পানির এই ধারণাকে ভেঙে দেয়। অতীশ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, এই দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর (সন্ন্যাসী ও ফকির) মধ্যে ভাবাদর্শগত মেলবন্ধন, পারস্পরিক সম্পর্ক, নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও অনুগামীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ থাকার ফলে বিদ্রোহীদের সুবিধা হয়েছিল।

১৭৬৩ খ্রি.-এ বিদ্রোহীরা ঢাকায় ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করে। রাজশাহীর রামপুর কুঠির ওপরও আক্রমণ হয়। ১৭৭০ খ্রি.-এ পূর্ণিয়ায় ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। ১৭৭২ খ্রি.-এ রংপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে ইংরেজবাহিনী পরাস্ত হয় ও সেনাপতি টমাস নিহত হন। ১৭৭৩ খ্রি.-এর মার্চ মাসে ইংরেজবাহিনী পুনরায় পরাস্ত হয় ও সেনাপতি এডওয়ার্ডসের মৃত্যু হয়। ১৭৭৬ খ্রি.-এর পর থেকে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে পড়ে। উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ১৭৮৬ খ্রি.-এ বগুড়া জেলার মঞ্জুরার যুদ্ধে মজনু শাহ নিহত হন। মুসা শাহ ফকিরদের নেতৃত্ব দিলেও ইংরেজদের কাছে তিনিও পরাস্ত হন। সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক। ১৭৮৭ খ্রি.-এ ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। দেবী চৌধুরানিও শেষপর্যন্ত পরাস্ত হন। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে প্রায় ৫০ হাজার বিদ্রোহী অংশ নেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সুচারুভাবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে চিত্রিত করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণি' উপন্যাসেও এক বিদ্রোহী নেত্রীকে তুলে ধরা হয়েছে, যিনি দেশের ও দশের কথা ভাবতেন। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানত উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে। বিদ্রোহীদের কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না।

ইংরেজবাহিনীর উন্নততর অস্ত্র ও রণকৌশলের কাছে বিদ্রোহীদের পরাজয় অনিবার্য ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসসহ অন্যান্য কোম্পানি প্রশাসকগণ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহীদের 'পেশাদার ডাকাত' হিসাবে চিহ্নিত করলেও পরবর্তীকালে উইলিয়াম হান্টার একে কৃষক বিদ্রোহ হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। অনিরুদ্ধ রায় মন্তব্য করেছেন, বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমানকে এক পতাকার তলায় এনে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচেষ্টায় এক নতুন দিক দেখায়। সেদিক থেকে এরা ছিল নতুন পথের দিশারি যারা ঔপনিবেশিক শক্তিকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে লড়াই করেছিল নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, দেশের পুরানো ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণ লোকেদের জীবনধারণের অধিকার রক্ষা করার জন্য।